বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

ষোড়শ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা | জুলাই ২০০৪

সম্পাদকীয়

আজ থেকে প্রায় সতের বছর আগে শুরু হয়েছিল প্রাক্তনী সংসদের শুভযাত্রা; এই সতের বছরের মধ্যে প্রথম বছর বাদ দিয়ে প্রতি বছরই প্রাক্তনী বার্তার কখনও একটি, কখনও বা দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। কোন বছর 'বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা' একেবারেই প্রকাশিত হয় নি — এমন বোধ হয় ঘটে নি।

যাই হোক, প্রাক্তনীবার্তার পুনর্গঠিত সম্পাদকমণ্ডলী স্থির করেছে এবার থেকে নতুন আঙ্গিকে প্রাক্তনীবার্তা প্রকাশিত হবে বছরে দুবার — জুন-জুলাই-এ প্রথম সংখ্যা এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে দ্বিতীয় সংখ্যা। এটি হবে আট বা চার পৃষ্ঠার সচিত্র সংবাদ বুলেটিন — অনেকখানি রঙিন — যাতে থাকবে বিদ্যামন্দির সংবাদ, প্রাক্তনী সংসদ সমাচার, কোন প্রাক্তনীর বিশেষ কৃতিত্ব, প্রাক্তনীদের গঠনমূলক উদ্যোগের কথা ইত্যাদি। সাহিত্যরস হয়ত তেমন থাকবে না এতে। এটি হবে মূলতঃ তথ্যসমৃদ্ধ পত্রিকা, যাতে করে বিদ্যামন্দির পরিবারের বিভিন্ন সদস্য পরিবার থেকে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করলেও পরিবারের হাল-হকিকত সম্বন্ধে অবহিত থাকতে পারেন। আর্থ-সামাজিক কারণে মানুষের পরিবার-জীবন, সমাজ-জীবন আজ বড়ই সংকটাকীর্ণ; গলা-কাটা প্রতিযোগিতার যুগে ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ খুব দ্রুত ছুটে চলেছে সামনের দিকে ; পিছনে ফিরে দেখার যেন তার অবকাশ নেই। মানুষের অস্তিত্ব এখন যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীরা জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকলেও বছরে দুবার 'প্রাক্তনীবার্তা' হাতে পেলে, হারানো দিনগুলির দিকে ফিরে তাকাবার জন্য একটু সচেষ্ট হতে পারবেন, বিদ্যামন্দিরের সংগে যোগসূত্রটি শক্ত করার সুযোগ পাবেন — এই আশা করাটা বোধ হয় অসংগত নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাক্তনীবার্তা প্রকাশনায় প্রাক্তনী ডঃ সুব্রত গাঙ্গুলী ও শুভানুধ্যায়ী ডাঃ শিশির কুমার বসুর আর্থিক সহায়তার জন্য তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু

রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা - ২০০৪

বিদ্যামন্দিরের বিশিষ্ট প্রাক্তনী প্রয়াত অধ্যাপক তারাপদ দাস প্রবর্তিত 'রাণী রাসমণি স্মারক বক্তৃতা' এবছর নিম্নলিখিত সূচী অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে ঃ

তারিখ ঃ ১৫ আগস্ট, ২০০৪ (রবিবার),
সময় ঃ বেলা ২ টা,
স্থান ঃ বিবেকানন্দ সভাগৃহ (কলেজ অডিটোরিয়াম),
বিষয় ঃ 'সারদাদেবীর জীবনে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সমন্বয়'
বক্তা ঃ ডঃ নিমাইসাধন বসু, প্রাক্তন উপাচার্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

এই বক্তৃতাসভায় যোগদানের জন্য সদস্যদের সাদর আমন্ত্রণ।

বিদ্যামন্দির — সন্দীপন সেন
১৫/৭/২০০৪ — *সম্পাদক*

২০০৩-০৪ বর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় সতীর্থ,

অ্যাসোসিয়েশনের ২০০৩-০৪ বর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভা প্রদত্ত সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে ঃ

তারিখ ও সময় ঃ ১৫ আগস্ট, ২০০৪ (রবিবার), বিকেল ৩-৩০মি.
স্থান ঃ বিবেকানন্দ হল (রুম নং ১), বিদ্যামন্দির।

আলোচ্য বিষয়সূচী ঃ

১) ১৫/৮/২০০৩-এ অনুষ্ঠিত বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন,
২) সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ ২০০৩-০৪ বর্ষ,
৩) ২০০৩-০৪ বর্ষের অডিট রিপোর্ট,
৪) ২০০৪-০৫ বর্ষের জন্য অডিটর নিয়োগ,
৫) বিবিধ (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে)।

এই সভায় যোগদানের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

বিদ্যামন্দির (১৫/৭/২০০৪) — *সম্পাদক*

সংসদের নতুন কর্মসমিতি (২০০৩-২০০৬)

গত ১৫ আগস্ট (২০০৩) সংসদের বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কর্মসমিতি গঠিত হয়েছে পরবর্তী তিন বছরের জন্য। পদাধিকারী ও সদস্যদের নাম নীচে দেওয়া হল বিদ্যামন্দিরে তাঁদের শিক্ষাবর্ষ ও টেলিফোন নম্বর-সহ।

পৃষ্ঠপোষক ঃ	
১) স্বামী রমানন্দ	২৬৫৪-৫৮৯২
২) স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ	২৬৫৪-৯১৮১
৩) শ্রী নচিকেতা ভরদ্বাজ (১৯৪১-৪৩)	২৪৭১-০৮৭০
সভাপতি ঃ	
ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর (১৯৪১-৪৩)	২৪৪২-০৪৫৩
সহ-সভাপতি ঃ	
১) ডঃ বিশ্বনাথ দাস (১৯৫৯-৬১)	২৬৫৪-২৩০৬
২) অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু (১৯৫৯-৬১)	২৬৫৪-৩৯১৬
সম্পাদক ঃ	
অধ্যাপক সন্দীপন সেন (১৯৯০-৯৫)	২৬৫৫-২৯৯০
যুগ্ম-সম্পাদক ঃ	
১) স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ (১৯৮৬-৮৮)	২৬৫৪-৯১৮১
২) অধ্যাপক হেমাদ্রি চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৮-৯১)	৯৪৩৩১১০৪৯৭
কোষাধ্যক্ষ ঃ	
শ্রী সুশান্ত দে (১৯৮৪-৮৭)	২৬৬৪-৯৯১৯
সদস্যবৃন্দ ঃ	
১) ডঃ স্বপন কুমার চক্রবর্ত্তী (১৯৬২-৬৫)	২৬৫৭-৩৩২০
২) ডঃ দীপক ঘোষ (১৯৬৫-৬৮)	২৬৫৪-০২৮৬
৩) অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ (১৯৬৯-৭৩)	২৬৫৪-৩৭৩৩
৪) শ্রী তুহিন কুমার গাঙ্গুলি (১৯৫৫-৫৭)	২৫৭৭-৫১০৭
৫) শ্রী গৌতম গোস্বামী (১৯৭৩-৭৬)	২৪৩০-০০৬০
৬) অধ্যাপক উমেশ চন্দ্র অধিকারী (১৯৭৪-৭৭)	৯৫৩২১৬-২৪৮০৫৪
৭) শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৭-৭১)	২২৬২-০০৩২
৮) শ্রী অনুপ দাস (১৯৮২-৮৬)	২৬৫৪-৪১৫৭
স্থায়ী আমন্ত্রিত ঃ	
১) ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (১৯৫৩-৫৫)	২৪৭৫-৬৮৭৭
২) অধ্যাপক আশীষ রায় (১৯৫৩-৫৫)	২৬৬৮-২২৬৮
৩) শ্রী কল্যাণ বসু (১৯৫৮-৬০)	২৫৫৬-৬৭৫৪
৪) শ্রী মলয় কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৭২-৭৫)	৯৫৩২১৪-২৬০৮৮৭
৫) শ্রী শঙ্কর তালুকদার (১৯৭৩-৭৬)	
৬) শ্রী শুভজিৎ দত্ত (১৯৯২-৯৭)	২৬৫৪-৪৬৬৯

পুনর্গঠিত প্রাক্তনী বার্তা উপসমিতি

আহ্বায়ক ঃ অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু

ঃ সদস্যবৃন্দ ঃ

ডঃ বিশ্বনাথ দাস, অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ,
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, অধ্যাপক হেমাদ্রি চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যামন্দির-সংবাদ

বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখেছিলেন 'বিদ্যামন্দির' নামের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের — উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যেখান থেকে তৈরী হবে 'শত শত যুবক' — যারা 'শ্রদ্ধাবান', 'বীর্যবান', যারা 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' জীবনপাত করবে। সেই স্বপ্নদৃষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি আজ তার তেষট্টি বছরের গৌরবময় ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সময়কাল মোটেই বেশী নয়। কিন্তু বিদ্যামন্দিরের ইতিহাস ত কেবল পরিমাণ-নির্ভর নয়। তাই আদর্শ, পরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি, পারস্পরিক সম্পর্কের একটি সুসংহত বিন্যাসস্থাপন ইত্যাদি নানা দিকে তার অগ্রগতির ছবিটি যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি অনুসরণের। 'বিদ্যামন্দির-সংবাদ' তারই সংক্ষিপ্ত, লিখিত তথ্যচিত্র।

সম্পূর্ণ আবাসিক কলেজ আর তার পরিচালনায় তথা সেবায় সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের চব্বিশ ঘণ্টার উপস্থিতির কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের স্বভাব-কৌতূহল 'তাদের মহারাজদের' সম্পর্কে। সেই কৌতূহল মেটানোর জন্যে পরবর্তী সংখ্যায় বিদ্যামন্দিরে আগে যেসব মহারাজরা ছিলেন, কিন্তু এখন অন্যত্র চলে গেছেন, তাঁদের একটি তালিকা আমরা তৈরী করে দেওয়ার চেষ্টা করব। এই সংখ্যায় এখন যাঁরা আছেন, কেবল তাঁদের নাম দেওয়া হল ঃ

১) স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ (প্রভাকর মহারাজ) — অধ্যক্ষ ;
২) স্বামী ত্যাগরূপানন্দ (আনন্দ মহারাজ) — উপাধ্যক্ষ (উল্লেখ্য, আনন্দ মহারাজ তিনবছরের ছুটিতে বেলুড় মঠের ট্রেনিং সেন্টারের আচার্য হয়ে গেছেন) ;
৩) স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ (সঞ্জীব মহারাজ) — কার্যনির্বাহী উপাধ্যক্ষ;
৪) ব্রহ্মচারী ত্যাগরূপচৈতন্য (শ্রীশ মহারাজ) — কলেজ অফিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং Computer Applications Course -এর কো-অর্ডিনেটর ;
৫) স্বামী সর্বপ্রেমানন্দ (শৈবাল মহারাজ) — হস্টেল অফিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট;
৬) স্বামী অমিতেশানন্দ (মিলন মহারাজ) — মেস-ইন-চার্জ ;
৭) স্বামী অরুণাত্মানন্দ (সৌমেন মহারাজ) — শ্রী ভবনের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট;
৮) ব্রহ্মচারী শমচৈতন্য (সুনীল মহারাজ) — বিনয় ভবনের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট;
৯) স্বামী তপোময়ানন্দ (অরবিন্দ মহারাজ)— বিবেক ভবনের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট;
১০)ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচৈতন্য (মহান মহারাজ) — বিদ্যা ভবনের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট;
১১)স্বামী পরিমলানন্দ (পরিমল মহারাজ)— শ্রদ্ধা ভবনের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট।

এই বছর যাঁরা বিদ্যামন্দির ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন, তাঁরা হলেন ঃ স্বামী পরেশাত্মানন্দ (সুদীপ্ত মহারাজ) — এখন রামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে আছেন। ব্রহ্মচারী দেবাঞ্জন মহারাজ — তিনি এখন ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণরত।

শিক্ষাকর্মী শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস -এর অবসর গ্রহণের মুহূর্তে

বিগত বছরে বিদ্যামন্দির পরিবারে কর্মরত যেসব ব্যক্তি কর্মজীবনের শেষে অবসর গ্রহণ করলেন, তাঁরা হলেন ঃ রসায়ন বিভাগের কর্মী শ্রী রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গ্রন্থাগারিক শ্রী রমিত বসু, প্রধান করণিক শ্রী হরিপদ মাইতি, রসায়ন বিভাগের কর্মী শ্রী কানাইলাল ভক্ত ও মেন অফিসের অন্যতম কর্মী শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস। এঁরা প্রত্যেকেই বিদ্যামন্দির পরিবারের বহুদিনের কাছের মানুষ। বহু ছাত্রের স্মৃতিতে এঁরা বেঁচে থাকবেন বহুকাল। বিদ্যামন্দিরের ইতিহাসে এঁদের পরিশ্রম ও নিষ্ঠা হয়ত একদিন গল্পকথা হয়ে উঠবে।

পুরাতনের বিদায় শুধু নয়, নতুনের বরণেও বিদ্যামন্দিরের ধারা অব্যাহত। যেমন, দর্শন বিভাগে শ্রী তাপস কুমার মুখোপাধ্যায়ের (T.K.M.) পরিবর্তে এসেছেন অধ্যাপক শ্রী অরূপ কুমার ধবল। ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক

নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডুর জায়গায় এসেছেন শ্রী শান্তনু দে । জানি, বিদ্যামন্দির জীবনের পরিপূর্ণ রূপে মুগ্ধ হয়ে এঁরাও একাত্ম হয়ে যাবেন অল্পদিনেই — জানি আরও, সে মুগ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই ।

বিদ্যামন্দিরে বাগ্‌দেবীর আরাধনা

বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বাইরের অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের ভাল ফলাফলের ধারা আজও বর্তমান । বিগত ২০০৩-এ পার্ট-টু অনার্স পরীক্ষায় বিদ্যামন্দিরের সমস্ত ছাত্রই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে । মোট ১০১ জন ছাত্রের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে ৫২ জন । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পদার্থবিদ্যায় দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম ; রসায়নে সপ্তম ; গণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা । এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের অনেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতের বিভিন্ন আই আই টি-তে চলে গেছে। ২০০৩-এর পার্ট ওয়ান অনার্স পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় ২২ জনের মধ্যে ১৫ জন, রসায়নে ২৩ জনের মধ্যে ১০ জন, গণিতে ১২ জনের মধ্যে ১০ জন, সংস্কৃতে ৯ জনের মধ্যে ৭ জন, বাংলায় ৭ জনের মধ্যে ৫ জন, ইংরাজীতে ১জন ও দর্শনে ২ জন প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে। আমরা আশা করব এরা পার্ট টু পরীক্ষাতেও এই ফলাফল বজায় রাখতে পারবে । ২০০৩-এর বি এস সি মেজর পার্ট টু পরীক্ষায় বিদ্যামন্দিরের কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস্ এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রির ১৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ জনই ৬০ শতাংশের উপর নম্বর পেয়েছে । এদের মধ্যে দুজন আবার ৭০ শতাংশের উপর নম্বর পেয়েছে । সম্প্রতি JAM (IIT JOINT ENTRANCE for M.Sc. Course) -এর পরীক্ষায় এবারের ডিগ্রীস্তরের তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে । পদার্থবিদ্যায় ২০ জনের মধ্যে ২০ জনই সুযোগ পেয়েছে । এই বিভাগে প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে প্রথম, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, চতুর্দশ, ষোড়শ এবং বিংশ স্থান অধিকার করেছে আমাদের ছেলেরা । রসায়ন বিভাগেও ২৩ জনের মধ্যে ২১ জন সুযোগ পেয়েছে। এই বিভাগে আমাদের ছাত্ররা প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দ্বাদশ স্থান অধিকার করেছে । গণিত বিভাগে ১২ জনের মধ্যে ১০ জন সুযোগ পেয়েছে । এই বিভাগে বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে প্রথম ও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেছে ।

২০০৩-এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাতেও ফলাফল খুব ভাল । উল্লেখ্য ৮৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৭ জনই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে । ৭৫ শতাংশ বা তার বেশী নম্বর অর্থাৎ স্টার মার্কস পেয়েছে ৫৫ জন । এদের মধ্যে অনেকে ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে গেছে । অনেকেই আবার ঘরের টানে ফিরে এসেছে বিদ্যামন্দিরে স্নাতক স্তরের পড়াশুনা চালাতে ।

বিদ্যামন্দিরের লাইব্রেরীর কম্পিউটারাইজেশনের কাজ চলছে বেশ কিছুদিন ধরে । বিদ্যামন্দিরের কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস্ কোর্সের কো-অর্ডিনেটর ব্রহ্মচারী ত্যাগরূপচৈতন্য মহারাজের (শ্রীশ মহারাজ) নিজের তৈরী অসাধারণ একটি প্রোগ্রামের ভিত্তিতেই এবং তাঁরই পরিচালনায় এই কাজ এগিয়ে চলেছে ।

খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিদ্যামন্দিরের বৈচিত্র্যময় ধারা আজও বহমান । উল্লেখ্য যে বিগত তিন বছরের মত এবারও বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে আয়োজিত ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্স্-এর হাওড়া জেলা পর্যায়ের খেলা । অ্যাথলেটিক্স্ মিট হয়েছিল ১২ ফেব্রুয়ারী ২০০৪-এ, যেখানে প্রধান অতিথিরূপে এসেছিলেন বিখ্যাত সাঁতারু শ্রীমতী বুলা চৌধুরী। ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৪, যেখানে প্রধান অতিথিরূপে এসেছিলেন অতীতের বিখ্যাত খেলোয়াড় এবং বর্তমানের নামজাদা কোচ শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য । ফুটবলে অংশ নিয়েছিল হাওড়া জেলার ১৩ টি কলেজের মোট ১০১ জন ছাত্র এবং ৪২ জন ছাত্রী । বিদ্যামন্দিরের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অম্লান রায় হাইজাম্পে প্রথম হয়ে রাজ্যস্তরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে । এছাড়াও বিদ্যামন্দিরের ছাত্র সোমরাজ গঙ্গোপাধ্যায় শট পাটে তৃতীয় এবং রাখী হালদার ২০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ।

ছাত্রদের বর্ষবরণ ও রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিদ্যামন্দিরের ঐতিহ্য আজও অম্লান । বাইরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের অংশগ্রহণ এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন উল্লেখযোগ্য । এর মধ্যে বাগবাজারের উদ্বোধনে এবং কোলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে যুব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের সাফল্য কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে ।

বিদ্যামন্দিরের দ্বিবার্ষিক শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর একাংশ

বিদ্যামন্দির জীবনে ছাত্রদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনী এবার আয়োজিত হল ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত । বিভিন্ন বিভাগে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ও নিজের নিজের বিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে পরিশ্রম এই প্রদর্শনীকে বহু মানুষের কাছে প্রশংসনীয় করে তুলেছিল । উল্লেখ্য , বিদ্যামন্দিরের প্রায় সাড়ে পাঁচশো ছাত্রের মধ্যে কমপক্ষে ৪২৫ জন ছাত্র এতে সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছিল । প্রদর্শনীর উদ্বোধনের জন্যে এসেছিলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ কৌশিক বসু এবং বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অব সায়েন্সের মলিকিউলার বায়োফিজিক্সের বিশিষ্ট অধ্যাপক

দীপঙ্কর চ্যাটার্জী।

বিগত বছরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সাপ্তাহিক সেমিনার উপলক্ষে বিদ্যামন্দিরে এসেছেন অনেক গুণিজন। যেমন বিখ্যাত মূকাভিনেতা শ্রী যোগেশ দত্ত, লোকগীতি গায়ক শ্রী অমর পাল, বিশ্বের প্রবীণতম সক্রিয় গণিতজ্ঞের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৯০ বছর বয়স্ক অধ্যাপক ডঃ এম সি চাকী, সিঙ্গাপুরের ন্যান ইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী সলিল কুমার বোস, প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রী মতি নন্দী, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার শ্রী জগন্নাথ বসু ও উর্মিমালা বসু, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী, কোলকাতার সত্যেন্দ্রনাথ বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সের অধ্যাপক ডঃ সুশান্ত দত্তগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

বৈচিত্র্যময় বিদ্যামন্দির-জীবনধারা এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে দিন-মাস-বছরের কালচক্রের মধ্যে দিয়ে। অদূর ভবিষ্যতে কলেজগুলির মান-নির্ণায়ক সংস্থা NAAC আসবে বিদ্যামন্দিরেও। এর জন্য অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী, কার্যনির্বাহী উপাধ্যক্ষ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, বিদ্যামন্দির ন্যাক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক নচিকেতা চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রহ্মচারী ত্যাগরূপচৈতন্য (শ্রীশ মহারাজ) -এর নেতৃত্ব এবং পরিশ্রমে কাজ চলছে পুরোদমে। শিক্ষা

বেলুড়মঠের উৎসবে বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা

জগতে পরিবর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে বিদ্যামন্দিরেও নানা রূপান্তর আসছে ও আসবে। কিন্তু বিদ্যামন্দিরের মূল আদর্শ ও ব্রত যাতে অপরিবর্তিত থাকে, তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরী ; বিশেষত মানবজীবনে ব্যক্তিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের যে আশু প্রয়োজন আজ নানা ভাবে অনুভূত হচ্ছে, বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের মধ্যে তার বিকাশ সর্বোত্তম হবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, সর্বত্র তা হচ্ছে তো ? তাই বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীরা যেন কেবল জীবনের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাতেই থেমে না যায় কারণ, 'এখনও অনেক পথ বাকী / অনেক অরণ্য মরুভূমি হতে হবে পার, / ক্লান্তি মোর, সংশয় মোর / প্রতিজ্ঞা করেছি — / মানব না হার।' স্বামীজীর কথাগুলি যেন মনে থাকে আমাদের ঃ "কে কবে দেখেছে টাকায় মানুষ করে ? মানুষই চিরকাল টাকা করে থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হয়েছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হয়েছে, উৎসাহের শক্তিতে হয়েছে।" বিদ্যামন্দির তাই তাকিয়ে থাকবে তার ছাত্রদের দিকে। বিবেকানন্দের স্বপ্নের আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী, বিশ্বাসী ও সাহসী শত শত যুবক জন্ম নেবে তাদের মধ্য থেকেই। বিদ্যামন্দিরের জীবনযাত্রায় সত্যিকারের জয়শ্রী লাভ ত তখনই সম্ভব।

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

প্রাক্তনী সংসদ সমাচার

(আগস্ট ২০০৩ - জুলাই ২০০৪)

এর আগে 'প্রাক্তনীবার্তা' প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৩-এর ১৫ আগস্ট। মাঝে একবছর কেটে গেল। কিন্তু নানা কারণে 'প্রাক্তনীবার্তা'র আর কোনো সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। এ নিয়ে বিস্তর আলোচনার পর বিদ্যামন্দির পরিবারের সংযোগ-সেতুটিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নতুন আঙ্গিকে 'প্রাক্তনী বার্তা' প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয় কার্যকরী সমিতি। পুনর্গঠিত হয় 'প্রাক্তনীবার্তা' উপসমিতি। নিয়মিত প্রকাশনার জন্য সম্পাদনার ভার লাঘবের ওপর গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। আশা করি নবকলেবরে 'প্রাক্তনীবার্তা' প্রাক্তনীদের কাছে সমাদৃত হবে।

পুনর্মিলন উৎসব ঃ ২০০৪

এবারের পুনর্মিলন উৎসবকে পঞ্চদশ পুনর্মিলন উৎসব বলে প্রচার করা হলেও, পরে প্রাক্তন সম্পাদক তপন কুমার ঘোষের গবেষণায় জানা গেল এটি ছিল ঊনবিংশতিতম পুনর্মিলন উৎসব। আর ১৯৮৭-তে প্রাক্তনী সংসদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি ছিল সংসদ আয়োজিত ষষ্ঠ পুনর্মিলন উৎসব। এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত ডঃ দীপক ঘোষের প্রতিবেদন থেকে এবারের পুনর্মিলন উৎসবের বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

সামগ্রিকভাবে পুনর্মিলন উৎসব আয়োজনের জন্য বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিবৃন্দ, অধ্যাপকগণ, কলেজ ও ছাত্রাবাসের কর্মিবৃন্দ এবং ছাত্রদের অকুণ্ঠ সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া গেছে। সংসদের পক্ষ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষভাবে, এবার পুনর্মিলন উৎসব উপ-সমিতির দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী ও অধ্যাপক ডঃ দীপক ঘোষ যে দক্ষতার সঙ্গে সব দিক সামলেছেন — সেজন্য তাঁকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

সাঁপুইপাড়া স্বাস্থ্য প্রকল্পে চিকিৎসা চলছে

সাঁপুইপাড়া স্বাস্থ্য প্রকল্প ঃ

এই প্রকল্পে এখন সপ্তাহে একদিন গড়ে পনেরজন রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা ও বিনামূল্যে ওষুধপত্র দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। প্রকল্পটিতে অমূল্য স্বেচ্ছাশ্রম দানের জন্য আমরা স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অমিতাভ রায়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

জলশোধন প্রকল্প ঃ

বিদ্যামন্দিরের হস্টেলগুলিতে জলবাহিত রোগের সংক্রমণ ঠেকাতে প্রাক্তনী সংসদ একটি জরুরী প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পে পাঁচটি হস্টেলে একটি করে মোট পাঁচটি জলশোধন যন্ত্র বসাতে খরচ পড়ছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। পাঁচহাজার এক টাকা দিয়ে এই প্রকল্পে প্রথম সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন প্রবীণ প্রাক্তনী তুহিন কুমার গাঙ্গুলি। প্রকল্পটিকে সফল করে তুলতে সাহায্যের জন্য আপনাদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানাই।

জেলাভিত্তিক বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন ঃ

এবছর এই সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল বীরভূম জেলায়। এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে এই সংখ্যার অন্যত্র প্রকাশিত অধ্যাপক তপন ঘোষের প্রতিবেদন থেকে।

অন্যান্য কর্মসূচী ঃ

২০০৩-০৪ অর্থবর্ষে 'স্বামী বিমুক্তানন্দ' ও 'স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ' স্মারক বৃত্তি স্বরূপ বিদ্যামন্দিরের মোট ছ'জন ছাত্রকে দশহাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। সদ্যপ্রাক্তনী দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য 'চন্দ্রনাথ দে' ও 'হেমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়' স্মারকবৃত্তি স্বরূপ এক হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এবার

'স্বামী তেজসানন্দ স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছে দ্বাদশ শ্রেণীর সুমন্ত চ্যাটার্জী ও তৃতীয় বর্ষের পরেশনাথ চ্যাটার্জী। ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৩, 'ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র ও পশ্চিমের নন্দনতত্ত্ব — একটি তুলনাত্মক সমীক্ষা' বিষয়ে 'স্বামী তেজসানন্দ স্মারকবক্তৃতা' প্রদান করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' ডঃ বিমল মুখোপাধ্যায়।

গত অক্টোবরে বিদ্যামন্দিরের গ্রন্থাগার — 'বিকাশ ভবনের' দোতলায় সংসদের জন্য একটি অফিসঘর নির্দিষ্ট হয়েছে। একটি কম্পিউটারও কেনা হয়েছে এবং কাজের সুবিধার জন্য এবছর এপ্রিলে কেনা হয়েছে একটি প্রিন্টার। বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন প্রধান করণিক শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান অব্যাহত আছে।

সন্দীপন সেন

এঁরা আমাদের গর্বিত করেছেন

১) ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলি (১৯৫৯-৬১ ; আই. এস. সি) ঃ বিশিষ্ট 'চেস্ট স্পেশালিস্ট' হিসাবে খ্যাত। ২০০৩-২০০৪ সালের জন্য 'ইণ্ডিয়ান চেস্ট সোসাইটির' সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২) ডঃ বিশ্বনাথ দাস (১৯৫৯-৬১; আই. এ.) ঃ ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে Low Birthweight Screening Project শীর্ষক একটি বড় মাপের গবেষণা প্রকল্প সম্প্রতি শেষ করেছেন। তাঁর এই গবেষণার ফলে গ্রামীণ গর্ভবতী মহিলাদের বাচ্চা কম জন্ম-ওজন বিশিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, গর্ভাবস্থায় তা নির্ধারণ করা যাবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের ফলে এই কম জন্ম-ওজন বাচ্চার হার অনেকখানি কমানো সম্ভব হবে। ডঃ দাস সম্প্রতি Indian Association for Productivity, Quality & Reliability শীর্ষক একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন তিন বছরের জন্য।

৩) ডঃ জগদীশ চন্দ্র মিশ্র (১৯৫৯-৬১; আই. এস. সি. ; ১৯৬১-৬৪; বি. এস. সি. গণিত অনার্স) ঃ কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘদিন খড়গপুর আই. আই. টি. তে গণিত বিভাগের সংগে যুক্ত আছেন এবং একজন বিশিষ্ট 'গণিতজ্ঞ' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সম্প্রতি গণিত চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য রামমোহন মিশন কর্তৃক তিনি 'রামমোহন পুরস্কার'-এ ভূষিত হয়েছেন।

৪) শ্রী সুশান্ত দে (১৯৮৪-৮৭; গণিত অনার্স) ঃ বর্তমানে তিনি পূর্বরেলের E. D. P. Centre -এ কর্মরত। তাঁর Design and Development of Operational Statistics & Fuel Management Application Software -এ Excellence in Performance -এর জন্য Certificate of Merit, পদক এবং নগদ পুরস্কার পেয়েছেন।

৫) শ্রী বেদদ্যুতি চক্রবর্তী (১৯৮৪-৮৬, উঃ মাঃ) লিখিত দু'খানি গ্রন্থ ১) বায়োটেকনলজির কাণ্ডকারখানা ২) পৃথিবী কেমন আছো ? ইতিমধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে।

উল্লিখিত সকল কৃতবিদ্য এবং প্রতিষ্ঠিত প্রাক্তনীদের হার্দিক অভিনন্দন।

(প্রাক্তনীবার্তা প্রকাশনার জন্য অনুরূপ সংবাদ পাঠান। - সম্পাদক)

পুনর্মিলন উৎসব, ২০০৪

এবারের পুনর্মিলন উৎসব হয়ে গেল ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৪-এ। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সকাল ৮ টায় বিদ্যামন্দিরের মেন বিল্ডিং-এর দোতলার বারান্দায় সমবেত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও প্রাক্তনীদের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে বিদ্যামন্দিরের পতাকা উত্তোলন করেন সংসদের সভাপতি ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। এরপর সকলে শ্রী ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজায় যোগ দেন ; সেখানে সংসদের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রী নচিকেতা ভরদ্বাজ সদ্য প্রকাশিত পুনর্মিলন স্মরণিকাটি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করেন।

পতাকা উত্তোলন দিয়ে পুনর্মিলনের সূচনা

কলেজের বিমুক্তানন্দ হল-এ শুরু হয় রেজিস্ট্রেশন পর্ব আর বিবেকানন্দ হল-এ চলে প্রাতরাশ। সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ শুরু হয় প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে প্রীতি ভলিবল ম্যাচ। অন্যান্যবারের মত এবারেও এই ম্যাচ ঘিরে ছিল তুমুল উত্তেজনা। এই সময় উপস্থিত প্রাক্তনীদের সংগে অনেকটা সময় কাটিয়ে যান বিদ্যামন্দির তথা সারদাপীঠের প্রাক্তন সম্পাদক, সংসদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম সক্রিয় উদ্যোক্তা এবং বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

পুনর্মিলন উৎসবে ঠাকুরের বিশেষ পূজা

এবার পুনর্মিলন সভার প্রথম পর্বে "উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিদ্যামন্দিরের প্রতি প্রাক্তনীদের দায়িত্ব" শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় 'বিবেকানন্দ সভাগৃহে'। সভাটি শুরু হয় বেলা ১১টা ১৫মিনিটে। সভার শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ এবং প্রাক্তনী সংসদের সম্পাদক অধ্যাপক সন্দীপন সেন। এরপরে পুনর্মিলন স্মরণিকার সম্পাদক অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু স্মরণিকা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

সভার মূল বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি পরিষদের অন্যতম সদস্য, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী-র অধ্যক্ষ এবং প্রাক্তনী স্বামী মুমুক্ষানন্দজী মহারাজ, প্রেসিডেন্সি কলেজের রাশিবিজ্ঞান বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান ডঃ বিশ্বনাথ দাস, কোন্নগর রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী তুলসী ব্যানার্জী, আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক শ্রী দেবীদাস

(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুব দিবস

উদ্‌যাপন ঃ ২০০৩-২০০৪

পশ্চিমবঙ্গের ন'টি জেলায় সফল উদ্‌যাপনের পর এবারের বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুব দিবস পালনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল বীরভূম জেলায়। 'বিদ্যামন্দির' এবং 'প্রাক্তনী সংসদ' ছিল এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের যৌথ মুখ্য সংগঠক। এবারে সহযোগিতায় ছিল মধ্যবঙ্গ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের বীরভূম অঞ্চল। অন্যান্যবারের মত এবারেও এই কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়াদপ্তরের আর্থিক অনুদান লাভ করেছে।

ব্যবস্থাপনার সুবিধার জন্য সমগ্র বীরভূম জেলাকে বোলপুর, সাঁইথিয়া, সিউড়ি, রামপুরহাট, আকালিপুর, চাতরা ও দুবরাজপুর—এই সাতটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। জেলার মোট ২৯৩ টি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রীর সক্রিয় অংশগ্রহণে বিভিন্ন বিভাগে ক্রীড়া, যোগাসন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক পর্যায়ে সফল প্রতিযোগীদের নিয়ে জেলাস্তরে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ২১.১২.০৩ তারিখে দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিবেকবাণী ও চিন্তার সংগে বিদ্যালয়স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত করে দেওয়া।

জেলাস্তরে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ এবং প্রকাশ্য অধিবেশন আয়োজিত হয় এ বছরের ১৮ জানুয়ারি বোলপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও প্রভাতফেরীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাবৃন্দ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন; সভার প্রস্তাবনা করেন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের অন্যতম সহ-সভাপতি ডঃ বিশ্বনাথ দাস। স্বাগতভাষণ দেন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ এবং বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী। বিভিন্ন অঞ্চলের আহ্বায়কেরাও নিজ নিজ ভাষণে সভাকে অবহিত করেন এই সম্মেলনকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতার কথা। ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীত, বক্তৃতা, আবৃত্তি প্রভৃতি প্রতি-যোগিতার প্রথম স্থানাধিকারীরা নিজ নিজ অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে একটি চিত্তাকর্ষক প্রশ্নোত্তরের আসর পরিচালনা করেন বিদ্যামন্দিরের উপাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী এবং বিশিষ্ট প্রাক্তনী ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলী ।

দুবরাজপুর অঞ্চলের যোগাসন প্রতিযোগিতা

সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এটির সম্পাদনা করেন প্রাক্তনী সংসদের সম্পাদক অধ্যাপক সন্দীপন সেন । ঠাকুর, মা, স্বামীজী, চণ্ডীদাস, বামাক্ষ্যাপা, রবীন্দ্রনাথ, তারাশংকর, বীরভূমের ইতিবৃত্ত ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বহু রচনায় এটি সমৃদ্ধ।

অনুষ্ঠানে বিদ্যামন্দির ও প্রাক্তনী সংসদের প্রতিনিধিরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বেশ কিছু ডেলিগেট । পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী দেবরাজানন্দ, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ এবং স্বামী পরেশাত্মানন্দ। সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় পরিচালন কমিটির সম্পাদক স্বামী বাগীশানন্দ পুরী ।

গত বছরের বাঁকুড়া সম্মেলনের সময় থেকেই বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস পালনের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জেলার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে একটি সম্মেলন । উদ্দেশ্য — স্বামীজীর চিন্তাধারায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্বুদ্ধ করা । এবছরে বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ হল-এ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১মে, ২০০৪ তারিখে; প্রায় ষাট জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । লোকসভা নির্বাচন জনিত অস্বাভাবিকতার জন্যে উপস্থিতি একটু কম হলেও সমাজ ও শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বামীজীর চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ক আলোচনা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সম্মেলন-সভার প্রস্তাবনা করেন অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ দাস এবং স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ মহারাজ । শিক্ষকপ্রতিনিধিদেরকে পাঁচটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয় এবং গোষ্ঠী পরিচালকদের সুযোগ্য পরিচালনায় প্রতিটি গোষ্ঠীর আলোচনা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল (ক) আত্মবিশ্বাস ও আত্মশ্রদ্ধা (পরিচালক - অধ্যাপক হেমাদ্রি চট্টোপাধ্যায়), (খ) হৃদয়, হস্ত ও মস্তিষ্কের সুসমন্বয় (পরিচালক - অধ্যাপক সন্দীপন সেন), (গ) ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা (পরিচালক - অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু), (ঘ) সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা (পরিচালক ডঃ বিশ্বনাথ দাস) এবং (ঙ) ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পারিবারিক ও সামাজিক চাপ (পরিচালক - অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ)। বিভিন্ন বিষয়ের উপর এই সম্মেলনে ভাষণ দেন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ মহারাজ, কার্যনির্বাহী উপাধ্যক্ষ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ মহারাজ এবং বিশিষ্ট প্রাক্তনী ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলি ।

প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ এবং উপাধ্যক্ষ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দের পরিচালনায় এই পর্বটি বেশ জমে ওঠে । সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রাক্তনী সংসদের সম্পাদক অধ্যাপক সন্দীপন সেন । অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষের পরিচালনায় সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

তপন কুমার ঘোষ

প্রাক্তনীদের গঠনমূলক উদ্যোগ

আসুন, আমাদের সারস্বত ঋণ কিছুটা পরিশোধ করি

আপনার জীবনে চলার পথের পাথেয় কুড়োনো শুরু যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি থেকে, এখনও কি মাঝে মাঝে যাওয়ার সুযোগ হয় সেখানে ? সেটির বর্তমান হাল-হকিকত সম্বন্ধে আপনি কি ওয়াকিবহাল আছেন ?

হয়তো আছেন । হয়তো বা সেটি সম্প্রতি দেখার সুযোগ হয়নি আপনার । তবে সেটি যদি গ্রামবাংলার কোন বিদ্যায়তন হয়, চোখ বুজে বলা যায়, কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া এগুলির চেহারা অত্যন্ত মলিন, হতদরিদ্র। একরাশ 'নেই'-এর সমাহার ।

'নেই'-এর তালিকাটি অনেক ক্ষেত্রেই বেশ দীর্ঘ । হয়তো স্কুলের বাড়িই নেই, বাড়ি থাকলেও তার অক্ষত ছাউনি নেই, সেসব থাকলেও হয়তো দরজা-জানালা নেই, কোন টয়লেটের ব্যবস্থা নেই, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের বসার চেয়ার-বেঞ্চ নেই, ব্ল্যাকবোর্ড-ম্যাপ-চার্ট ইত্যাদি শিক্ষা-সরঞ্জাম নেই, নেই খেলাধূলা এবং পাঠ্য-সহায়ক অন্যান্য বিষয়ের সামান্যতম সুযোগ এবং অয়োজন—বিজলি বাতি ও পাখা তো অনেক দূরের কথা !

পাশাপাশি আছে আরো অনেক 'নেই' । শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের

নিয়মিত এবং সময়মত হাজিরা নেই, পঠন-পাঠনে তেমন আগ্রহ বা গরজ নেই, সামান্যতম স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিবেশ-সচেতনতা শেখানোর কোন উদ্যোগ নেই; নেই বিদ্যালয় বসার সময় সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা/দেশাত্মবোধক গানের ব্যবস্থা, পুরস্কার বিতরণী, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন বা মহাপুরুষদের জন্মোৎসব পালনের কোন কর্মসূচী । এবং এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন লোকও নেই। সবথেকে বড় কথা, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যালয়মুখী হওয়ার কোন উৎসাহ বা আনন্দ নেই ।

সব বিদ্যালয়ের চিত্র নিশ্চয়ই এতখানি হতাশা-ব্যঞ্জক নয় । ওপরের সবকটি 'নেই' সর্বত্রই হাজির, এমনও নয় । উজ্জ্বল কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে — আগেই বলেছি সেকথা । তবে খোঁজ নিয়ে দেখুন, গড়পড়তা একটা বিদ্যালয়ে এরকম যে কটি 'নেই' রয়েছে, — হয়তো আপনারটিতেও — তাই আপনার মন খারাপ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট । কারণ, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের গঠনপর্বের ভিত গড়ে উঠছে এখান থেকেই ।

অথচ দেখুন, এই বিদ্যায়তন থেকেই প্রাথমিক রসদ সংগ্রহ করে আপনি আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন, জীবনে কৃতী হয়েছেন । এরকম আরো অনেকেই হয়েছেন । আপনার এই 'অন্য মা'-এর এই হতকুৎসিত চেহারা দেখে আপনি নিশ্চয়ই যন্ত্রণাবিদ্ধ হচ্ছেন, ভেতর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করছেন এই অবস্থার নিরসনে একটা কিছু করার — কারণ আপনার দীক্ষা বিদ্যামন্দিরে, 'নিজে তৈরি হও এবং অন্যকে তৈরি কর' স্বামীজীর এই অমোঘ মন্ত্রে ।

আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি ঠিকমত সংগঠিত করতে পারলে ঐ বিদ্যায়তনের আরো অনেক কৃতী ছাত্র-ছাত্রী আপনার এই যন্ত্রণার অংশীদার হয়ে আপনার পাশে দাঁড়াবেন, নিজেদের সারস্বত ঋণ কিছু পরিমাণে শোধ করতে এগিয়ে আসবেন । আসবেনই । কেবল প্রয়োজন আপনার তরফে খানিকটা উদ্যোগ এবং সংগঠন-প্রয়াস ।

আগ্রহী হলে এ ব্যাপারে কীভাবে ধাপে ধাপে এগোতে পারেন, সংক্ষেপে বলছি ।

(১) প্রথমে আপনার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে একটা প্রাথমিক আলোচনায় বসুন । শুরুতে তাঁদের বলুন, বিদ্যায়তনটির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের কিছুটা সংগঠিত করতে পারলে অনেক কিছু করা সম্ভব । হাতের কাছে উদাহরণ থাকলে দিন । এবাবদে তাঁদের সহযোগিতা চান ।

(২) এঁরা রাজি হলে, বিদ্যালয়ের সব শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্থানীয় পঞ্চায়েত-প্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির (এ্যাটেন্ডান্স কমিটি) সব সদস্য এবং স্থানীয় কয়েক জন বিদ্যোৎসাহীকে নিয়ে একটি বিদ্যালয় উন্নয়ন কমিটি গঠন করুন । আপনি নিজে থাকুন সেই কমিটিতে । ১৫-১৬ জনের বেশি সদস্য না থাকাই ভালো কমিটিতে ।

(৩) এই কমিটি এবার ভাল করে পর্যালোচনা করে দেখুক, বিদ্যালয়ে বর্তমানে পরিকাঠামোগত ন্যূনতম প্রয়োজন কী কী । একটা তালিকা তৈরি হোক, আগামী একবছরের মধ্যে এইসব প্রয়োজনের কোন্‌গুলি মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে । একটা বাস্তবসম্মত বাজেট ও তৈরি হোক এর জন্য ।

(৪) পরবর্তী পদক্ষেপ, অভিভাবক, সাধারণ গ্রামবাসী, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের একটা সমাবেশ ডাকা । সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান/সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবর পরিদর্শক — এঁদেরও আমন্ত্রণ জানান । সেই সমাবেশে পেশ করুন আপনাদের পরিকল্পনা— আগামী এক বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত কী কী কর্মসূচী হাতে নিতে চান এবং তার সম্ভাব্য খরচ । সমবেত সকলের কাছ থেকে আর্থিক ও সাংগঠনিক সহযোগিতা প্রার্থনা করুন । বলুন, একবছর পরে বিদ্যালয়ের যে পারিতোষিক বিতরণী অনুষ্ঠান হবে, সেখানে এবাবদে আয়-ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব পেশ করা হবে ।

(৫) পাশাপাশি এই কমিটি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের একটি তালিকা (তাঁদের সাম্প্রতিকতম ঠিকানা সমেত) তৈরি করুক । কমিটির নামে একটি ছাপানো আবেদন পাঠানো হোক তাঁদের কাছে উন্নয়নের বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণে আর্থিক সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে । এখানেও থাকবে একবছর পরে কাজকর্মের খতিয়ান এবং হিসাব-নিকাশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি । কাছাকাছি ব্যাঙ্কে/ডাকঘরে কমিটির নামে একটা এ্যাকাউন্ট খোলা হোক ।

(৬) কমিটির আবেদনে সাড়া দিয়ে এরপর টাকা আসা শুরু হলে পরিকল্পনা মাফিক কাজগুলিতে হাত দিতে হবে একে একে । এইসব কাজে সর্বতোভাবে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে এবং আয়-ব্যয়ের অনুপুঙ্খ হিসাব রাখতে হবে । কারণ জনসাধারণের টাকায় কোন কাজ সততার সঙ্গে করাটাই যথেষ্ট নয়, কাজটা যে সততার সঙ্গে করা হচ্ছে সেটা সকলের কাছে প্রতীয়মান হওয়াটাও সমান জরুরি ।

(৭) কাজ শুরুর ঠিক একবছর পরে বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবের আয়োজন করুন এবং সেখানে আবার সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান করুন। কাছাকাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও আমন্ত্রণ জানান। এই সমাবেশে পেশ করুন কতখানি করতে চেয়েছিলেন, কতখানি করতে পারলেন তার খতিয়ান এবং বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ । বলুন, ভবিষ্যতে আরও কী কী করতে চান। এর ফলে এলাকার জন সাধারণের কাছে কমিটির বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে । পাশাপাশি অন্যান্য বিদ্যালয়ও এই প্রকল্প গ্রহণ করতে উৎসাহিত হবে ।

(৮) পরিকাঠামোগত উন্নতি এইভাবে কিছুটা ঘটানোর পর কমিটির অন্য সদস্যদের নিয়ে আর একবার বসুন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে। এবার তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে, বিদ্যালয়টিকে আদর্শ বিদ্যায়তনের স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে আরো কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দিতে । এগুলি হল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, পরিবেশ সচেতনতা, জাতীয়তাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, স্বনির্ভরতা, সাহসিকতা ইত্যাদি উন্মেষের জন্য সচেষ্ট হওয়া, খেলাধূলা-শরীরচর্চা পাঠ্য-সহায়ক অন্যান্য বিষয়ে উৎসাহ দান, পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা — এইসব । তাঁদের এই বলে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে, এইসব অতিরিক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তাঁদের হয়তো একটু বাড়তি উদ্যোগ নিতে হবে, বা খানিকটা বেশি পরিশ্রম করতে হবে, কিন্তু তার বিনিময়ে যা পাওয়া যাবে তার অর্থমূল্য কিছু না থাকলেও সেটা অনেকখানি ঃ একঘেয়েমি কাটিয়ে কাজ থেকে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া, সমাজে নিজেদের জন্য শ্রদ্ধা-সমীহ অর্জন করা, বিদ্যালয়টিকে এলাকার একটি আদর্শ বিদ্যায়তন হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তৃপ্তিবোধ, এবং রাজ্য / জাতীয় স্তরে বিদ্যালয়টির এবং তার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দৃষ্টিগ্রাহ্যতা বেড়ে যাওয়া ।

অষ্টম পদক্ষেপটি কিন্তু কাজ শুরু করার এক বছর পরে । তার আগে নিষ্ঠার সঙ্গে নিতে হবে প্রথম সাতটি পদক্ষেপ । আপনি শুনে আনন্দিত হবেন, প্রকল্পটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদের কার্য-নির্বাহক সমিতির একটি অধিবেশনে । সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে এটিকে নৈতিক সমর্থন এবং সহযোগিতা দেওয়ার, এবং প্রকল্পটি রূপায়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন কোন কোন প্রাক্তনী ।

আপনিও আগ্রহী হলে বিদ্যামন্দিরের ঠিকানায় বর্তমান প্রতিবেদকের সঙ্গে পত্রালাপ করুন আরো আলোচনার জন্য ।

বিশ্বনাথ দাস

(পঞ্চম পৃষ্ঠারশেষাংশ)

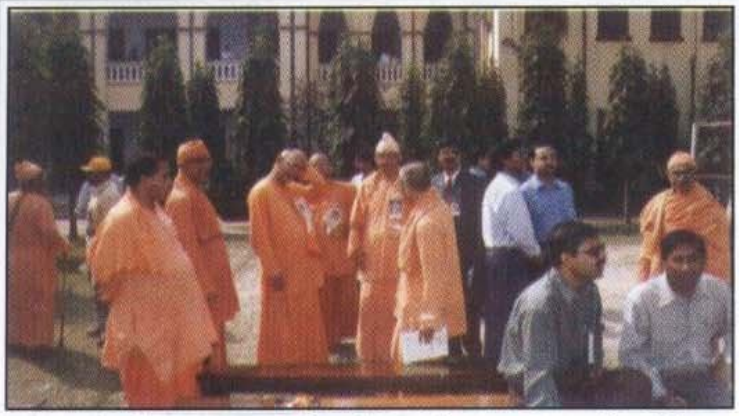

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজীর সঙ্গে আলাপরত প্রাক্তনী ও অতিথিবৃন্দ

আচার্য এবং পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (WBCUTA) সভাপতি অধ্যাপক সুবীর মুখোপাধ্যায় । বক্তারা সকলেই বিদ্যামন্দিরের বিশিষ্ট প্রাক্তনী । এঁরা প্রায় সকলেই বিশ্বায়ন ও শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের প্রেক্ষিতে বিদ্যামন্দিরের সার্বিক উন্নয়নে প্রাক্তনীদের বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণের পক্ষে অভিমত জানান । এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তনী সংসদের সভাপতি ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর এবং ধন্যবাদ জানান পুনর্মিলন উপসমিতির আহ্বায়ক ডঃ দীপক ঘোষ । অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে বিদ্যামন্দিরের বর্তমান ছাত্ররা ।

পুনর্মিলন সভায় সমবেত প্রাক্তনী ও অতিথিবৃন্দ

বেলা দেড়টায় শুরু হয় মধ্যাহ্ন ভোজন। প্রাক্তনী (৫৫৭ জন), তাঁদের আত্মীয় পরিজন ও আমন্ত্রিত অতিথি নিয়ে মোট ১০৩৮ জন মধ্যাহ্ন ভোজনে অংশগ্রহণ করেন । নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যামন্দিরের বহু প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী এবং সন্ন্যাসিবৃন্দ ।

প্রথাগত পুনর্মিলন সভা শুরু হয় বেলা সোয়া তিনটে নাগাদ বর্তমান ছাত্রদের সমবেত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে । সভাগৃহের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংসদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রী নচিকেতা ভরদ্বাজ, বিদ্যামন্দির শিক্ষা পরিষদের বর্তমান সভাপতি স্বামী দেবরাজানন্দজী এবং অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ । অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংসদের প্রাক্তন সম্পাদক অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ । এই পর্বের শুরুতে গত তিন বছরে প্রয়াত প্রাক্তনী ও বিদ্যামন্দির পরিবারের সদস্যদের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় । এরপর তৃতীয় (১৯৪৩-৪৪) থেকে সপ্তম (১৯৪৭-৪৮) শিক্ষাবর্ষের প্রবীণ প্রাক্তনীদের মধ্যে উপস্থিত মোট ছ'জনকে সংসদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয় স্মারক বই উপহার দিয়ে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে গত পুনর্মিলন উৎসবে প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তনীরা সম্বর্ধিত হন । এরপর শুরু হয় স্মৃতিচারণের পালা ও প্রাক্তনীদের আত্মপরিচিতি । এরই মাঝে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করে শোনান প্রাক্তনী শ্রী ব্রজনাথ ব্যানার্জী । আর সব শেষে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয় "পুরানো সেই দিনের কথা, ভুলবি কি রে হায়....." ।

অবশ্য পুনর্মিলন উৎসবের আসল আকর্ষণ ছিল এইসব সভা সমাবেশের বাইরে প্রাক্তনীদের নিজের নিজের অথবা কাছাকাছি ব্যাচের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প-গুজব, আড্ডা, হাসি-ঠাট্টা, ছবি তোলা । এইসব কিছুকে নিয়েই পুনর্মিলন উৎসবের সার্থকতা । কেন্দ্রীয়ভাবে ছবি তোলার কোন ব্যবস্থা ছিল না, তবে প্রাক্তনী শ্রী তুহিন গাঙ্গুলির উদ্যোগে বিনা পারিশ্রমিকে ছবি তুলে দিয়েছেন তুহিন বাবুর-ই পরিচিত শ্রী সুভাষ চন্দ্র ঘোষ । বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য সেবা সংঘের স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসকরা বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে মেডিক্যাল ক্যাম্প করে সহযোগিতা করেছেন । সংসদ এঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানায় ।

সংসদের অন্যতম সহ-সভাপতি নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু সম্পাদিত পুনর্মিলন স্মরণিকাটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে ; বিশেষত ঃ ১৯৪১ থেকে সাম্প্রতিকতম কাল পর্যন্ত প্রতি দশকের দুটি অর্দ্ধ থেকে একজন করে প্রাক্তনীর স্মৃতিচারণা বিদ্যামন্দিরের সব পর্বের ছবি তুলে ধরেছে। বিজ্ঞাপনবাবদ সংগৃহীত উদ্বৃত্ত অর্থ সংসদের প্রকল্পগুলিতে অতি প্রয়োজনীয় রসদ যোগাবে । অনেকেই বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দিয়েছেন; তবে এক্ষেত্রে অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী ও তিনজন প্রাক্তনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ এঁরা হলেন শ্রী শিবশংকর বালা, শ্রী উল্লাস ঘোষ এবং শ্রী নারায়ণ মণ্ডল ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রীকান্ত আচার্য

বৈকালিক জলযোগের পর অনেক প্রাক্তনী বেলুড় মঠ ও বিদ্যামন্দিরের শ্রীভবনে সন্ধ্যারতিতে যোগ দেন । সন্ধ্যা ছ'টা থেকে বিবেকানন্দ সভাগৃহে দেড় ঘণ্টা সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য । এভাবেই সমাপ্তি ঘটে এবারের পুনর্মিলন উৎসবের ।

দীপক ঘোষ

PRINTED MATTER

TO

If undelivered, please return to :

Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association, P.O. - Belur Math, Howrah, W.Bengal - 711 202

Published by Sandipan Sen, Secretary, Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association
Printed at Ashirbad Agency, Ghoshpara, Bally, Howrah.